নারিকেলসহ বিভিন্ন ফল ফসলের স্পাইরাইলিং হোয়াইটফ্লাই ও মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

রুগোজ স্পাইরেলিং হোয়াইটফ্লাই এবং মাকড়ের আক্রমণে নারিকেলসহ বিভিন্ন ফল ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। নিম্নে রুগোজ স্পাইরেলিং হোয়াইটফ্লাই এবং মাকড়ের দমন ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হলো।

রুগোজ স্পাইরেলিং হোয়াইটফ্লাই

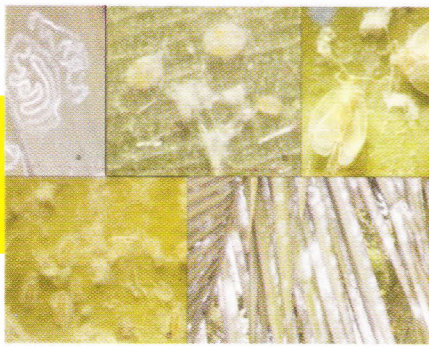

এ পোকা ফলের একটি বিধ্বংসী পোকা। বাংলাদেশে ৬৫ এর অধিক প্রজাতির গাছে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে। রুগোজ স্পাইরেলিং হোয়াইটফ্লাই এর আক্রমণে নারিকেলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নিম্ফ ও পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাতার রস চোষার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে আঠালো মধু রস (Honey dew) ত্যাগ করে যা গাছের পাতায় আটকে যায়। পরবর্তীতে পাতায় আটকানো মধুরসে এক ধরণের কালো ছত্রাক (Stooty mould) জন্মায়, যার ফলে পাতার সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলশ্রুতিতে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত পাতা কেটে অপসারণ এবং পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২। যখনই এ পোকার আক্রমণ দেখা যাবে তখন কীটনাশক অ্যাসিটামাপ্রিড (তুন্দ্রা ২০ এসপি) প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে এবং জৈব বালাইনাশক সোডিয়াম লরিয়েল ইথার সালফেট (ফিজিমাইট) অথবা ডি-লিমোলিন (বায়ো-ক্লিন) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে পর্যায় ক্রমিকভাবে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার বাগানে স্প্রে করতে হবে।

নারিকেলের মাইট বা মাকড়

নিম্ফ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক উভয়ই কচি ডাব হতে রস চুষে খায়। কচি ডাবের উপরের অংশে যেখানে কান্ডের সাথে সংযোগ স্থলে পাতার মতো অংশ থাকে সেখানে মাইটগুলি আশ্রয় নেয় এবং খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য গ্রহণের ফলে কচি ডাব বাদামী হয়ে যায়। বাদামী অংশে ফাটল দেখা যায় এবং ফাটল দিয়ে ডাবের পানি বের হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে নারিকেল পরিপক্ক হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১। আক্রান্ত কচি ডাব কেটে নামিয়ে গাছ তলাতেই আগুনে ঝলসাতে হবে।

২। সুপারিশকৃত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছ প্রতি ইউরিয়া ১.৩ কেজি, টিএসপি ২ কেজি, এমওপি ৩.৫ কেজি, জিপসাম ১ কেজি, বরিক এসিড ৫০ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৫০০ গ্রাম এবং জৈব সার ১০ কেজি দুই ভাগে ভাগ করে জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) এবং ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ-পৌষ) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

৩। জৈব বালাইনাশক এবামেকটিন (কে-মাইট) এবং সোডিয়াম লরিয়েল ইথার সালফেট (ফিজিমাইট) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশেয়ে পর্যায় ক্রমিকভাবে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার কচি ডাবের কাঁদিতে স্প্রে করতে হবে।

লিচুর মাইট বা মাকড়

লিচুর মাকড় সাধারণত লিচুর গাছের কচি পাতা, ডগা, ফুলের মুকুল এবং ফল আক্রমণ করে। নিম্ফ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক উভয়ই আক্রান্ত অংশ হইতে রস চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং এর নিচের দিকে লাল মখমলের মত হয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে মারা যায়। আক্রান্ত ডালে ফুল, ফল বা নতুন পাতা হয় না। আক্রান্ত ফুলে ফল হয় না এবং আক্রান্ত ফল ঝরে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১। ফল সংগ্রহের সময় মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য) মাসে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (আশ্বিন-কার্তিক) এবং ফেব্রুয়ারি (মাঘ-ফাল্গুন) মাসে মাকড় আক্রান্ত পাতা ডালসহ ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২। প্রতি বার আক্রান্ত পাতা ডালসহ কাটার পর জৈব বালাইনাশক অ্যাবামেকটিন (কে-মাইট) এবং সোডিয়াম লরিয়েল ইথার সালফেট (ফিজিমাইট) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশেয়ে পর্যায় ক্রমিকভাবে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

তথ্যসূত্র: ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট, রংপুর। মোবাইল: ০১৭১৮-০৮৯৮৩১

প্রচারে:
কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।

মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০০ কপি, মুদ্রণ কাল: আগস্ট, ২০২৩

মুদ্রণ: সেগমেন্ট প্রিন্টার্স, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। সেল: ০১৭১৩ ৭৭ ৪৮ ৪৮